PRESS INFORMATION BUREAU
GOVERNMENT OF INDIA
KOLKATA
*****

Name of Newspaper :- Arthik Lipi
Language :- ENGLISH/BENGALI/HINDI/URDU
Place of Publication :- Kolkata (West Bengal)
Date of Publication :- 03.06.18.

'দুর্নীতি মুক্ত সুশাসন দিয়েছে নরেন্দ্র মোদী সরকার'
সারদায় দোষীরা জেলে যাবে: জাভড়েকর

কলকাতা প্রেস ক্লাবে সাংবাদিক বৈঠকে কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়নমন্ত্রী প্রকাশ জাভড়েকর। ছবি-শ্যামল মৈত্র।

অতনু ঘোষ

শহরে এসে নরেন্দ্র মোদী সরকারের চার বছর পূর্তিতে সাফল্যের খতিয়ান তুলে ধরে বিরোধীদের চরম আক্রমণ শানালেন কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়নমন্ত্রী প্রকাশ জাভড়েকর। একইসঙ্গে রাজ্যের শাসকদলকেও নিশানা করতে ছাড়েননি কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। সারদা-নারদা নিয়ে তাঁর মন্তব্য, 'সারদায় যারা দোষী তারা জেলে যাবে।'

শনিবার কলকাতা প্রেস ক্লাবে এক সাংবাদিক সম্মেলনে কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়নমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সরকারের সাফল্যের খতিয়ান তুলে ধরেন। তিনি বলেন, 'গত চার বছরে দেশে অনেক বদল এসেছে। শাসনের পদ্ধতিতে পরিবর্তন এসেছে। গত চার বছরে দুর্নীতি মুক্ত সুশাসন দিয়েছে নরেন্দ্র মোদীর সরকার। বিরোধীরা কোনও মন্ত্রীর বিরুদ্ধে কোনও দুর্নীতির অভিযোগ আনতে পারেনি।' সারদা ও নারদ কেলেঙ্কারি নিয়ে এক প্রশ্নের উত্তরে এদিন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জানান, সারদা আর নারদ কেলেঙ্কারিতে কেন্দ্র মোটেও চুপ নয়। তদন্ত চলছে। ঠিক সময়েই তার ফল বের হবে। সারদা কাণ্ডে দোষীরা জেলে যাবে।' প্রসঙ্গত, ২০১৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে যে দুটি বিষয় নিয়ে রাজ্যের বিরোধী রাজনৈতিক দল বিশেষ করে বিজেপি যে বিষয়গুলি নিয়ে সব থেকে বেশি সরব হয়েছিল তার মধ্যে অন্যতম হল চিট ফান্ড কেলেঙ্কারি ও নারদ কাণ্ড। বিধানসভা ভোটের পরেও এই দু'টি বিষয়কে সামনে রেখে বিজেপিকে তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে বিষোদগার করতে দেখা গিয়েছিল। কিন্তু মুকুল রায় তৃণমূল ছেড়ে গেরুয়া শিবিরে নাম লেখানোর পর থেকেই এই বিষয়টি নিয়ে বিজেপিকে খুব বেশি সরব হতে দেখা যাচ্ছিল না। বিভিন্ন মহল থেকে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছিল, বিজেপি কি এবার সারদা-নারদ ভুলে গেল? কারণ, সারদা ও নারদ দু'টি কাণ্ডে মুকুল রায়ের নাম জড়িয়েছিল। কিন্তু দুর্নীতির প্রশ্নে কেন্দ্রীয় সরকার যে আপস করতে রাজি নয়, সে কথা স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রকাশ জাভড়েকর। নরেন্দ্র মোদী সরকারের সাফল্যের কথা উল্লেখ করে এদিন কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়নমন্ত্রী বলেন, কালো টাকা নিয়ে ব্যবস্থা নিয়েছে কেন্দ্র। ২০১১ সালে সুপ্রিম কোর্ট বলেছিল, কালো টাকা নিয়ে বিশেষ তদন্তকারী দল গঠন করতে হবে। কংগ্রেস সেই নির্দেশ মানেনি। মোদী সরকার ক্ষমতায় আসার পর ৩ দিনের মধ্যে সেই নির্দেশ পালন করেছে। তিনি আরও বলেন, দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ বিলির ক্ষেত্রেও মোদী সরকার স্বচ্ছতা দেখিয়েছে। এখন দালালরাজ শেষ হয়ে গিয়েছে। স্বচ্ছতার সঙ্গে অনুশন দেওয়া হচ্ছে। পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পাশ-ফেল চালু নিয়ে এক প্রশ্নের উত্তরে কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়নমন্ত্রী বলেন, পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পাশ-ফেল চালু করার ব্যাপারে ২৪টি রাজ্য সহমত হয়েছে। এরমধ্যে পশ্চিমবঙ্গ আছে। পাশ-ফেল চালু করার ব্যাপারে যে সংশোধনী বিল তা শীঘ্রই পাশ হবে বলে আশাবাদী কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। তবে সিদ্ধান্তের ব্যাপারে রাজ্যকেই স্বাধীনতা দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়নমন্ত্রী। ছাত্র-ছাত্রীদের সিলেবাসের বোঝা যাতে কমানো যায় সে ব্যাপারেও তাঁর মন্ত্রক কাজ করছে বলে দাবি করেন প্রকাশ জাভড়েকর। এ ব্যাপারে প্রচুর প্রস্তাবও এসেছে বলে জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। সম্প্রতি দেশের বিভিন্ন প্রান্তে লোকসভা ও বিধানসভা কেন্দ্রে যে উপ নির্বাচন হয়েছে তাতে খুব ভাল ফল করতে পারেনি বিজেপি। সেই সংক্রান্ত

অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পাশ-ফেল ফেরাতে সংসদে আসছে বিল

এক প্রশ্নের উত্তরে প্রকাশ জাভড়েকরের বক্তব্য, লোকসভা নির্বাচন এবং উপনির্বাচনের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। ২০১৪ সালে যখন আমরা কেন্দ্রে ক্ষমতায় আসি তখন মাত্র ৬টি রাজ্যে আমাদের শাসন ছিল। এখন ২০টি রাজ্যে আমাদের সরকার চলছে। তা সত্ত্বেও উপনির্বাচনে যে ফলাফল এসেছে তা নিয়ে আমাদের পর্যালোচনাতো চলবেই।

পেট্রো পণ্যের মূল্যবৃদ্ধি নিয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বলেন, তেলের দাম আন্তর্জাতিক বাজারের উপর নির্ভর করে। তবুও এই বিষয়ে যাতে সুদূর প্রসারী কোনও সমাধানে আসা যায় সেই ব্যাপারটি দেখা হচ্ছে। উজ্জ্বলা থেকে শুরু করে জনধন প্রকল্পে আসলে গরিব মানুষই উপকৃত হয়েছেন বলে দাবি মন্ত্রীর। মোদীর সরকার গরিবের স্বার্থেই কাজ করছে বলে জানান তিনি।

Narendra Modi Government provides good governance.

PRESS INFORMATION BUREAU
GOVERNMENT OF INDIA
KOLKATA
*****

Name of Newspaper	:-	Rajasthan Patrika (राजस्थान पत्रिका)
Language	:-	ENGLISH/BENGALI/HINDI/URDU
Place of Publication	:-	**Kolkata (West Bengal)**
Date of Publication	:-	3/06/2018

पेट्रोलियम पदार्थों के दाम बढ़ने का भी होगा समाधान

किसान समस्या का दीर्घकालीन हल होगा : जावड़ेकर

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
rajasthanpatrika.com

कोलकाता . केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने देश में किसानों की समस्या और पेट्रोलियम पदार्थों की मूल्य वृद्धि का शीघ्र दीर्घकालीन समाधान करने का शनिवार को दावा किया और विभिन्न राज्यों में चल रहे किसान आंदोलन को कांग्रेस से प्रभावित करार दिया।

केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर कोलकाता प्रेस क्लब में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए।

जावड़ेकर ने कहा कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने वाला है। इस लिए इन राज्यों में किसान आंदोलन शुरू हुआ है और यह कांग्रेस की चाल है। केन्द्र सरकार किसानों की समस्या का दीर्घकालीन समाधान निकाल रही है। जो हल निकलेगा सरकार उसे जल्द लागू कर देगी। तब किसान आंदोलन भी खत्म हो जाएगा। वे केन्द्र की मोदी सरकार के चार साल पूरा होने पर यहां प्रेस क्लब, कोलकाता में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में बोल रहे थे। वे मोदी सरकार के चार साल की उपलब्धियों को गिना रहे थे।

पढ़ें **किसान** @ पेज 08

किसान....

उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने किसानों की आमदनी बढ़ाने का लिए स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू किया। आयोग ने वर्ष 2011 में पैदावार की कुल लागत में और लागत की 50 प्रतिशत रकम जोड़ कर किसानों की पैदावार का न्यूनतम मूल्य निर्धारित करने की सिफारिश की थी। कांग्रेस सरकार ने उसे तीन साल में लागू नहीं किया, लेकिन भाजपा ने सत्ता में आने के तीन दिन बाद उक्त सिफारिशें लागू कर दी। एक सवाल के जवाब में जावड़ेकर ने कहा कि केन्द्र सरकार पेट्रोल-डीजल की कीमत कम करने के लिए भी दीर्घकालीन समाधान निकाल रही हैं।

(कार्यालय संवाददाता)

4

PRESS INFORMATION BUREAU
GOVERNMENT OF INDIA
KOLKATA
*****

Name of Newspaper :- Sambad Pratidin
Language :- ENGLISH/BENGALI/HINDI/URDU
Place of Publication :- Kolkata (West Bengal)
Date of Publication :- 3/6/18

পাস-ফেল ফেরাতে সংসদে বিল শীঘ্রই

স্কুলব্যাগের বোঝা অর্ধেক করছে কেন্দ্র

শিক্ষা মানে শুধু মুখস্থ করে খাতায় উগরে আসা নয়। প্রকৃত শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য পরিপূর্ণ মানুষ গড়ে তোলা।

প্রকাশ জাওড়েকর, কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়নমন্ত্রী

স্টাফ রিপোর্টার : বইয়ের বোঝায় নুয়ে পড়েছে কচি শিরদাঁড়া। পড়ার চাপে খেলার সময় নেই। শরীরের পাশাপাশি মনও অবসন্ন।

এহেন বদ্ধ দশা থেকে বার করে দেশের লক্ষ লক্ষ ভুক্তভোগী স্কুলপড়ুয়াকে খানিক খোলা বাতাসের স্বাদ দিতে স্কুলব্যাগের ভার হাল্কা করতে চাইছে কেন্দ্রীয় সরকার। যে লক্ষ্যে স্কুলস্তরে সিলেবাসের বহর প্রায় অর্ধেক ছেঁটে ফেলে সে জায়গায় খেলাধুলো ও নীতিশিক্ষাকে আরও বেশি অগ্রাধিকার দেওয়ার পরিকল্পনা চলছে বলে ইঙ্গিত দিলেন স্বয়ং কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়নমন্ত্রী প্রকাশ জাওড়েকর। শনিবার কলকাতায় তিনি বলেন, "এনসিইআরটি'র সিলেবাস অর্ধেক করতে চাই। এ সম্পর্কে ৩৭ হাজার পরামর্শ এসেছে। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদদের দিয়ে নতুনভাবে সিলেবাস তৈরি করছি।" মন্ত্রী জানান, ২০২০-র মধ্যে নতুন সিলেবাস প্রস্তুত হয়ে যাবে। একইসঙ্গে পঞ্চম ও অষ্টম শ্রেণিতে ফিরে আসবে পাস-ফেল প্রথা। সংসদের আসন্ন বাদল অধিবেশনে সংশ্লিষ্ট বিল আনা হবে বলে জানিয়েছেন জাওড়েকর।

দিল্লিতে নরেন্দ্র মোদি সরকারের চার বছর পূর্তি উপলক্ষে কেন্দ্রীয় প্রশাসনের সাফল্য প্রচারে মানবসম্পদ উন্নয়নমন্ত্রী এদিন কলকাতায় এসেছিলেন।

পাঁচের পাতায়

স্কুলব্যাগের বোঝা অর্ধেক করছে কেন্দ্র

একের পাতার পর

আর তারই মাঝে উঠে এসেছে স্কুলপড়ুয়াদের ঘাড়ে সিলেবাসের বিপুল ওজনের প্রসঙ্গ। কলকাতা প্রেস ক্লাবে সাংবাদিক সম্মেলনে মন্ত্রী বলেন, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের যথাযথ মানসিক ও শারীরিক বিকাশের স্বার্থে কেন্দ্রীয় সরকার এই অবাঞ্ছিত পরিস্থিতির অবসান চাইছে। দেখা হচ্ছে, পুঁথিগত বিদ্যা অর্জনের পাশাপাশি ছাত্রছাত্রীরা যেন খেলাধুলো করতে পারে, উচিত নীতিশিক্ষার পাঠও পায়। তাই এনসিইআরটি'র সিলেবাসের আয়তন কমানোর চিন্তাভাবনা চলছে। "এতে পিঠের ভার যেমন হাল্কা হবে, তেমন খুদে মস্তিষ্কের উপর অনর্থক চাপ কমানো যাবে।"— মন্তব্য কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর। তাঁর পর্যবেক্ষণ, "শিক্ষা মানে শুধু মুখস্থ করে খাতায় উগরে আসা নয়। মস্তিষ্ক কোনও ডেটা ব্যাঙ্কও নয়। প্রকৃত শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য পরিপূর্ণ মানুষ গড়ে তোলা। সরকার সেদিকেই নজর দিয়েছে।"

সূত্রের বক্তব্য, স্কুলস্তরে নতুন বিজ্ঞানভিত্তিক কেন্দ্রীয় পাঠ্যসূচিটি প্রথমে সিবিএসই চালু করবে। পরে চেষ্টা হবে, যাতে প্রতিটি রাজ্য তা অনুসরণ করে। যদিও কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার কথা শুনে তীব্র প্রতিক্রিয়া দিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষামন্ত্রী তথা শাসকদল তৃণমূলের মহাসচিব পার্থ চট্টোপাধ্যায়। তাঁর মতে, এই ভাবনা আদৌ সুস্থ মস্তিষ্কের নয়। আসলে শিক্ষায় গৈরিকীকরণের চেষ্টা হচ্ছে। "এমএ ক্লাসে গিয়ে ইংরেজিতে মহাভারত পড়তে বলছে। সত্যিই হাস্যকর।"—মন্তব্য পার্থবাবুর। তাঁর বক্তব্য, সিলেবাস অর্ধেক হবে কি না, ঠিক করবে রাজ্য সরকার। তাঁর দাবি, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার ইতিমধ্যে বাংলায় পড়ুয়াদের উপর চাপ কমানো ও বৌদ্ধিক-মেধার বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে সিলেবাসে পরিবর্তন এনেছে। পার্থবাবুর কথায়, "মনে রাখতে হবে, শিক্ষার বিষয়টি সংবিধানের যুগ্মতালিকায়। রাজ্যর বক্তব্যই গুরুত্ব পাবে। রাজ্য সরকারের নিজস্ব সিলেবাস কমিটি রয়েছে। তারাই ঠিক করবে, কোন বিষয় পড়ানো হবে, কতটা সিলেবাস কমানো হবে।" কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর বক্তব্যে এদিন একই সঙ্গে এসেছে স্কুলস্তরে পাস-ফেল প্রসঙ্গ। ২০০৯-এর শিক্ষার অধিকার আইন মোতাবেক, অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পাস-ফেল উঠে গিয়েছে। কিন্তু বিষয়টি ঘিরে রয়ে গিয়েছে বিতর্ক। কেন্দ্রে বিজেপি সরকার ক্ষমতায় এসে যে নতুন শিক্ষানীতি প্রণয়নে উদ্যোগী হয়েছে, তার অন্যতম অঙ্গ পাস-ফেল প্রথার প্রত্যাবর্তন। কিন্তু শিক্ষার বিষয়টি কেন্দ্র-রাজ্য যৌথ তালিকার অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সুবাদে দিল্লি সব রাজ্যের মত জানতে চায়। জাওড়েকরের দাবি, এ পর্যন্ত ২৫টি রাজ্য পাস-ফেল ফেরানোর পক্ষে মত প্রকাশ করেছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারও বিষয়টিতে কেন্দ্রের সঙ্গে নীতিগত ভাবে সহমত। তবে তা কতদূর প্রয়োগ হবে, সে সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণত রাজ্যের এক্তিয়ারে। জাওড়েকরের আশা, পাস-ফেল সংক্রান্ত বিল সংসদের আগামী বাদল অধিবেশনে পাস হয়ে যাবে। জুনের শেষে জমা পড়বে নতুন শিক্ষানীতির রিপোর্ট। তারপর তা ক্যাবিনেটে পাঠানো হবে। পুরো পরিকল্পনাটি বাস্তবায়িত হলে দেশের শিক্ষাব্যবস্থার বুনিয়াদ অনেক পোক্ত হয়ে উঠবে বলে মনে করছে কেন্দ্র। রাজ্যের কী বক্তব্য? পার্থবাবুর জবাব, পাস-ফেল ফেরানো নিয়ে আগেই রাজ্য সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কিন্তু কোন ক্লাস এবং কোন শিক্ষাবর্ষ থেকে তা হবে, সে সিদ্ধান্ত নেবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি জানান, রাজ্য সরকার সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে প্রাথমিকে স্কুলছুট বন্ধ করায়। মিড-ডে মিল, স্কুল ব্যাগ বিতরণ, জুতো বণ্টনের মতো নানা সহায়তা চালু করেছে রাজ্য সরকার। ড্রপ আউট আটকাতে এছাড়াও মেধার দিক থেকে দুর্বল পড়ুয়াদের জন্য বিশেষ কোচিং চালু করেছে বর্তমান রাজ্য সরকার।

জাওড়েকর এদিন আরও জানিয়েছেন, স্কুলে স্কুলে খেলাধুলোর বন্দোবস্তে যাতে ঘাটতি না তাকে, তাঁর মন্ত্রক সেদিকে বিশেষ নজর দিচ্ছে। প্রতিটি স্কুলে খেলার মাঠ থাকতে হবে। ক্রীড়া সরঞ্জাম খাতে দেশের ১১ লক্ষ ৭০ হাজার স্কুলকে ৫ হাজার থেকে ২০ হাজার টাকা করে অনুদান দেওয়া হবে।

Centre to half the burden of school-bag-Bill to reintroduce pass-fail in Parliament soon. (Sangbad Pratidin, Bengali, 3.6.18)